জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
Jagannath University

Bangabandhu, Liberation War and Bangladesh: A Study on the State of Nation and Generation' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

গত ২২ জুন রাত ৮ টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক কমিটির সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে মুজিব জন্ম শতবর্ষে এক ওয়েবিনার (অনলাইন সেমিনার) অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'Bangabandhu, Liberation War and Bangladesh: A Study on the State of Nation and Generation' উপস্থাপন ও ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী। ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে সংযুক্ত থেকে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্রাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। বিশেষ অতিথির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নিলুফার পারভীন।

এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. নুরে আলম আব্দুল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. শামীমা বেগম।

ড. অরুণ কুমার গোস্বামীর নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ সালে বরাদ্দকৃত স্বল্প বাজেটের গবেষণা কর্ম Liberation war of 1971 and Bangladesh in 21st Century : An Enquiry into the State of Nation and Generation Ges Bangabandhu and Emergence of Bangladesh শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প প্রতিবেদন দু'টির সমন্বয়ে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এই ওয়েবিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রচিত ও উপস্থাপিত হয়। এতে বলা হয়, "বাংলা ভাষা, বাঙালি জনগণ এবং বাংলাদেশ অন্তর্নিহিতভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই তিনটি বাগধারার প্রতিটিরই আছে সুদীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাস। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছাড়া এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক অভিন্ন সূত্রে গাথা।" স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০বছর এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মের ১০০ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেশ স্বাধীনের পর মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু তখনো বঙ্গবন্ধু সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি করতে পেরেছিল। দেশ ক্রমান্বয়ে স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। জেলখানায় চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। হত্যার মাধ্যমে এভাবে বাঙালি জাতি, মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত এবং বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭৫ পরবর্তী প্রজন্ম দেশের বিকৃত ইতিহাস জেনেছে। গবেষণায় এই প্রজন্মের মনোভাব ও ধারনা জানার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে পরিচালিত জরীপের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সহযোগী অধ্যাপক মেজবাহ-উল আজম সওদাগর, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহকারী অধ্যাপক নঈম আক্তার সিদ্দিক, সঞ্চালনা করেন শরীফ নুরজাহান।